প্রাচ্য বিদ্যা

সম্পাদনা

অখিল ঘোষ

হিতেন বর্মন

সংস্কৃত বুক ডিপো

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী
অধ্যাপিকা শুক্লা সরকার দাস
ঐতিহ্য সাধনার অনুবৃত্তি ঃ রবীন্দ্রনাথ
ডঃ সমাপ্তি গরাই
প্রাচীন ভারতের সমাজ-সাংস্কৃতিক উৎস সন্ধানে
আশুতোষ বালা
বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের স্বরূপ ঃ বিবেকানন্দের সাহিত্যে ও চেতনায়
গুলশন ঘোষ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সংস্কৃত সাহিত্য
বাদল মোদক
মনুসংহিতা ঃ নারীর দ্বন্দ্ব
রুম্পা দাস
আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গভূমির দান
ঈশিতা নন্দী
বাণভট্টের নায়িকা কাদম্বরী
টুম্পা দে
ধর্মশাস্ত্রের আলোকে প্রাচীন ভারতে কন্যাক্রয়াত্মক প্রথা রূপে আসুর বিব
রূপা বিশ্বাস

Scanned with CamScanner

ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

অধ্যাপিকা শুক্লা সরকার দাস

ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিকতাবাদের দর্শন। এই দর্শনে বেদের স্থান সবার উপরে, যদিও ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির সকলেই বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেনি, যেমন—চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন। এদের বলা হয় নাস্তিক দর্শন, বাকিগুলি আস্তিক দর্শন। চার্বাক দর্শন ছাড়া আর সমস্ত দর্শনগুলিকেই বলা যায় গভীরভাবে আধ্যাত্মিক। এই সব দর্শনেই সাধারণভাবে দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়—(১) তত্ত্বালোচনা বা তত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণ ও (২) সাধনা। প্রথম দিকটি ইংরেজিতে 'Philosophy' বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ, যেখানে জ্ঞানের বিশ্লেষণ করা হয়, পাশ্চাত্য দর্শনে প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বলেছেন—'Philosophy is the criticism of cognition'—জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণই দর্শন।

এখানেই দেখা যায় পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবধারার সাথে প্রাচ্যের ভাবধারার অমিল; পাশ্চাত্য দর্শনে তত্ত্ব বা সত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে জ্ঞান অর্জন করা তাঁদের উদ্দেশ্য; কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণ তাতেই সন্তুষ্ট নন, অর্থাৎ কেবল সত্যের জ্ঞান নয়, সত্যসাক্ষাৎকারও তাঁদের লক্ষ্য। সত্যকে শুধু বুদ্ধির দর্পণে অবলোকন নয়, জীবনের কর্মধারাতেও তা উপলব্ধি করতে হবে।

আমরা আলোচনা করেছিলাম, আধ্যাত্মিকতাবাদ, —এই মত অনুযায়ী অজড় আত্মাই পরমতত্ত্ব। এই পরমতত্ত্ব আত্মাকে জীবনে উপলব্ধি করাই হল পরম লক্ষ্য, ভারতীয় দর্শনে যাকে 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি' বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় 'মোক্ষ' সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

সাধারণভাবে 'মোক্ষ' বলতে বোঝায় 'দেহ-বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি ও স্বরূপে অবস্থান'; এই প্রসঙ্গে চার্বাকদের মত, অভিনব, তাঁদের দেহাত্মবাদী বলা হয়, অর্থাৎ, তাঁদের মতে, দেহ ও আত্মা এক, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মা নেই। তাঁরা বলেন 'ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ'—স্বর্গ নেই, অপবর্গ বা মোক্ষ নেই, দেহাতীত আত্মা নেই, পারলৌকিক ফলভোগ বলেও কিছু নেই।

Scanned with CamScanner